তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

যুগান্তর

প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা

ঢাবিতে বিসিএসের জবিতে ঢাবির প্রশ্ন যুক্ত নিয়ে বিতর্ক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন জুড়ে দেয়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের অসতর্কতা আর উদাসীনতায় এমনটি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার সকালে ঢাবির এবং বিকালে জবির কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা হয়। কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি ঘটে। তবে এ বছর ডিজিটাল জালিয়াতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় বিশ্ববিদ্যালয় দুটি।

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২১তম বিসিএসের প্রশ্নের ইংরেজি অংশের একটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে খ-ইউনিটের ইংরেজি প্রশ্নের একটি অনুচ্ছেদের। তবে দু-চারটি 'প্রিপজিশন' পরিবর্তন করে দেয়া হয়। অনুচ্ছেদটি থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়।

খ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, টেলিফোনে কোনো কথা বলব না; সামনাসামনি বলব। টেলিফোনে বললে আপনারা উল্টাপাল্টা লেখেন। আমি কথা বলব, সেটি লিখিতভাবে সই করে দেব তারপর আসবেন। এরপর তিনি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে উদাসীনতার কারণেই এমন হয়েছে কিনা, প্রশ্নের জবাবে ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, সেটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। যারা ইংরেজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারাই তো প্রশ্ন করেন, তারা বলতে পারবেন হয়তো। তবে ব্যাপারটি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান।

ঢাবির প্রশ্ন হুবহু তুলে দেয় জবি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ঘ-ইউনিটের ইংরেজি প্রশ্নের একটি অনুচ্ছেদ হুবহু তুলে দিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ইউনিটটির প্রশ্ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুরো প্যাসেজটিই ঢাবির ঘ-ইউনিট থেকে নেয়া। এমনকি প্যাসেজটি থেকে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়, তাতে সামান্য পরিবর্তনও করা হয়নি।

জবি কলা অনুষদের ডিন ও বি-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম যুগান্তরকে বলেন, আমরা প্রশ্ন করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন অনুসরণ করি। ঢাবির সঙ্গে মিলের ব্যাপারটি খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যবেক্ষণ করছেন ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। তিনি বলেন, শিক্ষকরা এখন প্রশ্ন তৈরি করেন না, এটি তাই প্রমাণ করে।